আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীদের সাথে সভা
গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক এর বক্তব্য

তারিখ	ঃ	০৩ মার্চ ২০১৫
সময়	ঃ	বিকাল ৩.০০ ঘটিকা
স্থান	ঃ	জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হল বাংলাদেশ ব্যাংক

আজকের সভায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। সভায় উপস্থিত বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান নির্বাহীগণ, বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং উপস্থিত সুধীবৃন্দ, সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

আমি জেনে খুশি হয়েছি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটি বাদে বাকি ৩০টি প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে তাদের পরিশোধিত মূলধন ১০০ কোটি টাকায় উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছে। জিএসপি ফাইন্যান্স লিমিটেডের মূলধন ঘাটতি পূরণের সময়সীমা মার্চ ২০১৫ পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। আশা করছি, নির্ধারিত সময়ে তারাও মূলধন ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম হবে। আগের সভায় আপনাদেরকে বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের বিষয়ে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলাম। এক্ষেত্রে ২/৩টি প্রতিষ্ঠান ছাড়া বাকিরা কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে নি। বন্ড ইস্যুর মাধ্যমে আপনারা তহবিল সঙ্কট দূর করার পাশাপাশি দেশের বন্ড মার্কেট সুদৃঢ় করতে ভূমিকা পালন করতে পারেন। তাই বন্ড মার্কেট উন্নয়নে আপনারা আরো উৎসাহী ও উদ্যোগী হবেন বলে আমি আশা করি।

আর্থিক খাতে সুশাসনের সার্বিক উন্নয়ন ঘটলেও সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের পর্যবেক্ষণে কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের মধ্যে বিধি-বিধান ও নীতিমালা লঙ্ঘনের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষ করে, পরিচালকদের অনুকূলে নামে-বেনামে সীমাতিরিক্ত ঋণ প্রদান, এসব ঋণের অর্থ ভিন্ন খাতে ব্যবহার, বিরূপ শ্রেণীকৃত ঋণকে অশ্রেণীকৃত হিসেবে প্রদর্শন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বর্তমান পরিচালক নন এমন ব্যক্তি কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রাক্তন পরিচালক বা ঋণগ্রহীতা পরিচালনা পর্ষদের সভায় উপস্থিত থেকে নীতি-নির্ধারণী বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদানের মতো গুরুতর অনিয়ম ধরা পড়েছে। এসব অনিয়মের সাথে প্রধান নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের জড়িত থাকার বিষয়টিও তদন্তে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে – যা কোনোভাবেই কাম্য হতে পারে না। এ ধরনের অনিয়ম যাতে আর না ঘটে সেজন্যে পরিচালনা পর্ষদ ও প্রধান নির্বাহী হিসেবে আপনাদের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভবিষ্যতে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের অনিয়ম ধরা পড়লে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩ এর ২৬ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ ব্যাংক আমানতকারীদের আমানত ঝুঁকিমুক্ত রাখা বা জনস্বার্থে উক্ত প্রতিষ্ঠানের পর্ষদ ও প্রধান নির্বাহীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পিছপা হবে না। আপনারা ইতোমধ্যে জেনেছেন, বিভিন্ন অনিয়মের কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের একজন চেয়ারম্যান, কয়েক জন পরিচালক এবং একজন প্রধান নির্বাহীকে অপসারণ করা হয়েছে। এছাড়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩ এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা লঙ্ঘন করায় কয়েকজন প্রধান নির্বাহীকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনের ৪১ ধারার আওতায় ব্যক্তিগতভাবে আর্থিক দণ্ড আরোপ করা হয়েছে। একটি বহি:নিরীক্ষক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

আগের সভায় কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গুরুতর অনিয়মের বিষয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ উল্লেখপূর্বক এ ধরনের অনিয়ম বিষয়ে আপনাদের কঠোরভাবে সতর্ক করা হলেও আমাদের ভিজিল্যান্স সেলের তদন্ত কার্যক্রমে দেখা গেছে, এখনো কোনো কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান তথ্য গোপন করে নানা ধরনের অনিয়ম করে যাচ্ছে। এ ধরনের কিছু অনিয়মের তদন্ত কাজ এখন প্রক্রিয়াধীন আছে। তদন্তে কোনো অনিয়ম পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা প্রধান নির্বাহীর বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ব্যাংক

কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স দেখাবে। এছাড়া, পর্ষদ সভায় অনুপস্থিত পরিচালককে সভায় উপস্থিতি দেখিয়ে সম্মানী প্রদান, গুরুত্বপূর্ণ এজেন্ডা না থাকা সত্ত্বেও ঘন ঘন নির্বাহী কমিটির সভা আয়োজন, অনেক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বোর্ড রুমের পরিবর্তে অন্য স্থানে পর্ষদ সভা অনুষ্ঠানের নজির আমাদের নজরে এসেছে। এসব অনিয়মের বিষয়েও আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা মোতাবেক শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তাই এসব বিষয়ে আপনাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং পর্ষদকে অবহিত রাখতে হবে।

আমাদের পর্যবেক্ষণে আরো ধরা পড়েছে, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংকের ন্যায় বিভিন্ন প্রচলিত খাতে ঋণ প্রদান করছে। এটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠনের মূল উদ্দেশ্যের মধ্যে পড়ে না। বিভিন্ন ধরনের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ যেমন ভেঞ্চার ক্যাপিটাল, পরিবেশবান্ধব বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি প্রকল্প, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এসব বিশেষ খাতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগ করা উচিত। কিন্তু দু'একটি সরকারি মালিকানাধীন আর্থিক প্রতিষ্ঠান ছাড়া অন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো এ ধরনের দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ করছে না। দেশের আর্থসামাজিক খাতে নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় তুলে ধরার লক্ষ্যে আপনারা এসব উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে আগ্রহী হবেন বলে আমি আশা করছি।

চলমান বৈশ্বিক মন্দা ও দেশীয় নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও আমাদের ব্যাংকিং তথা আর্থিক খাতের সুদৃঢ় ভিত্তি এবং গত পাঁচ অর্থবছর ধরে গড়ে ৬.২ শতাংশের মতো জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হচ্ছে। চলতি অর্থবছর শেষেও জিডিপি প্রবৃদ্ধি ৬.৫ শতাংশের আশেপাশেই থাকবে বলে আশা করা যায়। আমদানি-রপ্তানিসহ বাড়ছে বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণের মাত্রা। বৈদেশিক মুদ্রার মজুদে সৃষ্টি হচ্ছে নতুন নতুন রেকর্ড। চলতি অর্থবছরের প্রথম সাত মাসে রপ্তানি আয় হয়েছে ১৭.৮ বিলিয়ন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ২ শতাংশ বেশি। অর্থবছরের শুরুতে এই হার ছিল নেতিবাচক (২০১৪ এর জুলাইয়ে –১.৩৭ শতাংশ এবং জুলাই-অক্টোবরে ছিল –০.৯৭ শতাংশ)। অর্থবছরের প্রথম ছয় মাসে আমদানি ব্যয় হয়েছে ২০ বিলিয়ন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ১৮ শতাংশ বেশি। আর গত এক বছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৪–জানুয়ারি ২০১৫) এলসি খোলা ও এলসি দায় মেটানো দুই-ই বেড়েছে যথাক্রমে ১৬ ও ১১ শতাংশ হারে। প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি বেশ লক্ষ্যণীয়। চলতি অর্থবছরের প্রথম ৮ মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত) রেমিট্যান্স এসেছে ৯.৯১ বিলিয়ন ডলার, যা গত অর্থবছরের একই সময়ের চেয়ে ৮ শতাংশ বেশি। সর্বশেষ ২৮ দিনের ফেব্রুয়ারি মাসের রেমিট্যান্স ছিল ১১৭৯ মিলিয়ন ডলার, যা চার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ফলে বৈদেশিক মুদ্রার মজুদ বেড়েই চলেছে। দেশের সব রেকর্ড ভঙ্গ করে এই মজুদ তেইশ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করেছে – যা দিয়ে প্রায় সাত মাসের আমদানি ব্যয় মেটানো সম্ভব। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকলে সামষ্টিক অর্থনৈতিক সূচকগুলো আরো গতিশীল হতে পারতো। বিশ্বের নামকরা রেটিং এজেন্সি মুডি'স এবং স্ট্যান্ডার্ড এন্ড পুওর'স টানা পাঁচ বছর ধরে আমাদের আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতার স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে। এ থেকেই বোঝা যায় আমাদের উদ্যোক্তারা কতোটা সৃজনশীল ও রেসিলিয়েন্ট। আমাদের অর্থনীতির অন্তর্নিহিত এই সক্ষমতাকে সারা বিশ্ব অবাক বিস্ময়ে লক্ষ্য করছে।

পরিশেষে বলতে চাই, গত কয়েক বছর ধরে এসএমই ঋণ, পরিবেশবান্ধব খাতে ঋণ ও সিএসআর কার্যক্রমে আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে অন্তর্ভুক্তিমূলক অন্যান্য খাতে ব্যাংকগুলোর পাশাপাশি প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে আপনারা আরো কার্যকর ভূমিকা পালন করবেন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সুদৃঢ় বুনিয়াদ স্থাপনে নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবেন, আপনাদের আর্থিক সেবা কার্যক্রম ঢাকা বা বড় বড় শহরকেন্দ্রিক না রেখে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে যাবেন এ প্রত্যাশা ব্যক্ত করে এখানেই শেষ করছি।

ধন্যবাদ সবাইকে।